ইনকিলাব THE DAILY INQILAB ঢাকা বৃহস্পতিবার, ১৫ মাঘ ১৪১৬, ২৮ জানুয়ারী ২০১০

অধিক আইনবিধি অনেক সময় দুর্নীতির কারণ হয়

ড. এম আজিজুর রহমান

More is the regulation more is the corruption. Least government is the best government or the best government is the least government.

একটি সমাজে বিভিন্ন ধরনের আইন-কানুন, যুগোপযোগী আইনের প্রণয়ন ও প্রয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট রীতি-নীতি, বিধি-বিধান বা regulation ইত্যাদি দরকার। একটি সমাজ, মানুষ ও জীবন এবং সামগ্রিকভাবে একটি জাতি আইন-কানুন ও রীতি-নীতি ছাড়া চলতে পারে না। মাত্রাতিরিক্ত কোন বিধি-বিধান বা রীতি-নীতি করে জীবন চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা গ্রহণযোগ্য নয়। Excess of any rules and regulation is bad. Under or over implementation of any rules and regulation is bad for life and living.

আইন প্রণয়ন, আইন প্রয়োগ ও আইনের শাসন ও সংশ্লিষ্ট সমাজের বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি ইত্যাদির প্রণয়ন ও প্রয়োগ হবে যথার্থ, খুব বেশীও নয় আবার খুব কমও নয়। অতিমাত্রার রীতি-নীতি মানব জীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। স্বল্পমাত্রার রীতি-নীতি বা আইনের অপ্রতুলতা জীবন চলার পথ রুদ্ধ করে।

আইন, বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি এবং এগুলোর সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তি-শৃঙ্খলা, বিচার ব্যবস্থা, জীবনের নিরাপত্তা, মানুষ ও মানুষের বাক-স্বাধীনতা, শিশু ও বৃদ্ধ, সংখ্যালঘু, নারী-পুরুষের সমঅধিকার সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি একটি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়-দায়িত্ব। দারিদ্র্যপীড়িতদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির নিরাপত্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ধরনের সেবাধর্মী কার্যক্রম সমাজ ও জাতিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে। আদিমকালে মানুষ বনে-জঙ্গলে বসবাস করতো। স্বার্থান্বেষী মানুষ একজন আরেকজনের প্রতি অসভ্য ও পাশবিক আচরণ করতো। এর প্রতিবিধানের জন্যই আইন-বিধি প্রণীত হয়েছে। আইন ও রীতি-নীতি ছাড়া কোন দেশ চলতে পারে না। কারণ স্বার্থান্বেষী মানুষ কাছে জোর যার মুল্লুক তার (Might is right)। নীতির অনুগামী। আইন ও রীতি-নীতির অভাবে একটি সামাজিক পরিবেশ অরাজকতাপূর্ণ হয়। স্বার্থান্বেষী মানুষ জোরপূর্বক অন্যের ধনসম্পদ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, বাড়ি, গাড়ি, অলংকার, নারী ও শিশু অপহরণ ইত্যাদি বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। আইনবহির্ভূত সমাজকে পেশিশক্তি ব্যবহার করে দুর্বলদের অন্ন-বস্ত্র ও অর্থ-সম্পদ হনন এবং জোরপূর্বক ঘর-বাড়ী, ভিটেমাটি দখল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অরাজক পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়। অরাজকতার সীমিত কোন ক্ষেত্র থাকে না। রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি সবক্ষেত্রে অরাজকতা। জানের ভয় দেখিয়ে নামমাত্র টাকার বিনিময়ে ভোট কিনে পেশীশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ও চেয়ারম্যান, সংসদীয় এমপি ও সামাজিক নেতৃত্ব অর্জন করা যায়। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশে কোর্টকাচারীর অভাবে সামাজিক নেতৃবৃন্দ ও মাতব্বর গ্রামে গ্রামে বিচার ও সালিসির ব্যবস্থা করতো। তারা বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করতো। শক্তিবলে জনসাধারণ ও অজ্ঞ গ্রামবাসীদের বাধ্য করেছে তাদের সালিসনামা মেনে নিতে। আইন ও রীতি-নীতিবিহীন সমাজে সর্বক্ষেত্রে জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়। জানমালের নিরাপত্তা বলতে তেমন কিছু থাকে না। রাস্তাঘাট, যানবাহন ও মালামাল লুটপাট হওয়ার ভয়ে গাড়ি-ঘোড়া ও যোগাযোগ অচল হয়ে যায়। স্থলপথে যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন ব্যাহত হয়। স্কুল-কলেজ ও বাজার সর্বত্র নিরাপত্তার অভাব বিরাজ করে। এতোসব নিরাপত্তাহীনতার কারণে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, অফিস-আদালতসহ জীবন চলার পথে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, সরবরাহ, চাহিদা ও ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম সবকিছুতেই একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে দেশের আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি বিশেষভাবে বিঘ্ন হয়। বেকার সমস্যা ও দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিকভাবে মানব সমাজ একটি অবাঞ্ছিত এবং অমানবিক পরিবেশে আক্রান্ত হয়।

সমাজে আইনের শাসন না থাকল স্বৈরশাসন শুরু হয়। A single headed administration can't be better than the administration of multi-brain. বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটা সত্য। নিষ্ঠাবান, সৎ ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও সামাজিক নেতৃত্বাধীনে শাসনও সমাজে অনেক গঠনমূলক অবদান রাখতে পারে। মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদের নিষ্ঠাবান ও সফল প্রশাসনের কারণে মালয়েশিয়া আজ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে পেরেছে। একইভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, বাস্তবে সিঙ্গাপুর একটি একদলীয় প্রশাসনের দেশ। আন্তর্জাতিকভাবে লোক দেখানোর স্বার্থে নামমাত্র বা ফলপ্রসূ নয়, এমন একটি বিরোধী দল সিঙ্গাপুরে রয়েছে। একদলীয় শাসনের সরকার ও দেশ সিঙ্গাপুর আজ এশিয়ান টাইগারের সনদ পেয়েছে। নিষ্ঠাবান রাজনীতির কোন বিকল্প নেই। দরকার নিষ্ঠাবান রাজনীতি, দুঃশাসনমুক্ত সমাজ, আইন ও আইন-শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট নিয়মনীতির প্রশাসন, গণতন্ত্র, বাক-স্বাধীনতা ও ভোটাধিকার জাতীয় উন্নয়নে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, সিদ্ধান্ত এবং সুপরিকল্পিত অর্থনীতি ইত্যাদি। Excess of everything is very bad. বেশী বেশী কোন কিছুই ভাল নয়। সবসময়ই আইনের শাসন ভালো। তাই বলে আইনের বেড়াজাল তৈরী করে সমাজ ও মানব উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। আইনের প্রতিবন্ধকতা হিসাবে সমাজ, সামাজিক উন্নয়ন এবং জীবনমান বিভিন্নভাবে আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বুর্জোয়া শ্রেণী, সংশ্লিষ্ট আইনী প্রক্রিয়া ও আইনের দৌরাত্ম্য মাত্রাতিরিক্ত হয়। সমগ্র দেশে উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও সেবাখাত, কৃষি, শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা সবকিছুই সরকারী দায়-দায়িত্বের ফাঁদে আটকা পড়ে। সিদ্ধান্তের দীর্ঘসূত্রতা, বুর্জোয়া প্রতিহিংসা, আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন, সর্বক্ষেত্রে স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। ছোট থেকে বড় বিভিন্ন ধরনের বুর্জোয়া গোষ্ঠী আইনী প্রক্রিয়া, আইন ও আইনের বিধান, আইন সংশ্লিষ্ট রীতি-নীতি ইত্যাদি তাদের স্বপক্ষে প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করে সামাজিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সমাজে কতটুকু ক্ষতি হবে তা আমলাদের ভাববার বিষয় নয়। অন্যের ক্ষতি করতে পারলেই যেন তাদের শান্তি ও প্রশান্তি। টেবিল-টু-টেবিল ফাইল মুভ করাতে অনেক সময় Speed money বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। Speed money বিনিয়োগের সামর্থ্য সবার থাকে না, বা থাকলেও সবার সমান নয়। কেউ দিতে পারে বা কেউ দিতে পারে না। Speed money দিয়ে ফাইল মুভ করাতে পারলেও মন্দের ভাল হিসাবে দেশ ও জাতি উপকৃত হয়। আবার দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেক সময় Speed money দিয়েও কাজ হয় না। সেখানে অযাচিতভাবে প্রতিহিংসার সৃষ্টি হয়। সরকার ছোট হলে আইনী প্রক্রিয়া, বুর্জোয়া আচরণ, সীমাহীন রীতি-নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতার পরিমাণও ছোট হয়। আর সরকার বড় হলে সমগ্র দেশ বা দেশের কার্যক্রম এবং সমাজের ভূত-ভবিষ্যতের বেশির ভাগটাই প্রায়শই সরকারী পিঞ্জিরায় বন্দী পাখির মত আটকা থাকে। সরকার ছোট হলে সংক্ষিপ্ত আইন প্রণয়ন, রীতি-নীতি সরকারী-বেসরকারী কার্যক্রম প্রকল্প ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতার স্বল্পতার কারণে সুসংগঠিত জাতি এবং এর সুউজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের গতি সঞ্চারিত হয়। নিয়ম-নীতির আধিক্য আন্তর্জাতিকভাবে দেশী এবং আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অনেক দেশ আন্তর্জাতিক রীতিবহির্ভূত সংস্কৃতি গ্রহণ করেও লাভবান হয়েছে। যেমন পশ্চিমা প্রযুক্তি নিয়মিত এবং অনিয়মিতভাবে আমদানী এবং তা দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করে জাপান আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম Industrial Country হতে পেরেছে। Intellectual Property Right & Lawকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চীন ও তাইওয়ানসহ অনেক উন্নত এশিয়ান দেশ পশ্চিমা দেশ থেকে গবেষণালব্ধ ফল আমদানী ও প্রয়োগের সর্বরকমের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে সামগ্রিকভাবে লাভবান হয়েছে। উল্লেখ্য, আইনী প্রক্রিয়ার বাড়াবাড়িতে যেখানে গাড়ির চাকা থেমে যায় সেখানে এরূপ আইন থাকা উচিৎ নয়। বত্রিশ কোটি লোকের দেশ আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪ হাজার ৫০০ অর্থাৎ প্রতি ১ কোটি জনসংখ্যার জন্য আমেরিকায় রয়েছে ১৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়। বৃহৎ ভারতের জনসংখ্যা ১২০ কোটি। প্রতি ১ কোটি লোকের জন্য ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন হলে ভারতে মোট ১৬ হাজার ৮০০টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকার কথা। তার মাত্র ১৫% ধরলেও ভারতে প্রয়োজন হয় ২ হাজার ৫২০টি বিশ্ববিদ্যালয়। যদি ১৫% এর স্থলে শুধু ৬% ধরি তবুও ভারতে প্রয়োজন হয় ১ হাজার ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়। চেন্নাই (পূর্বের মাদ্রাজ)-এ এক জনসমাবেশে ভারতের প্রধান বিচারপতি ২ বছর আগে ২০০৮ সালে বলেছেন, ভারতে ১ হাজার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন। কিন্তু বামপন্থী কিছু লোকের মনমানসিকতা এবং রাজনৈতিক [illegible] বাধক হয়ে ভারতবাসীর উচ্চ শিক্ষায় এ মহৎ দাবী পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। জনসংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে আমেরিকার তুলনায় বাংলাদেশেও প্রায় ২ হাজার বিশ্ববিদ্যালয় দরকার। দারিদ্র্যপীড়িত এই বাংলাদেশে ২ হাজার-এর শতকরা ১০ ভাগ হিসাব করলেও কমপক্ষে ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয় এখনই প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ভারত ও বাংলাদেশ দুটোই তথাকথিত ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও ব্রিটিশ আইনী প্রক্রিয়ার বেড়াজালে আবদ্ধ। তার ওপর আবার বেশকিছু বামপন্থী মনমানসিকতা, পশ্চাৎপদ রক্ষণশীল অপসংস্কৃতি, রাজনীতি, সরকারী বুর্জোয়াদের দৌরাত্ম্য, মানব-মনের সংকীর্ণতা, প্রতিহিংসা, উদারতার অভাব, উৎপাদনশীল আইনের অভাব এবং অনুৎপাদনশীল রীতিনীতি এবং রীতিনীতি সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি ইত্যাদি বিশেষভাবে দায়ী।

বাংলাদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাস্তবতাবহির্ভূত কিছু বিধি-বিধান করা হয় যা প্রয়োগযোগ্য নয়। সামাজিক চাহিদা মেটানো সাপেক্ষে এসব অবাস্তব রীতিনীতি দুর্নীতির বীজ রোপণ করে। যেমন তিনটি ১ম শ্রেণী ছাড়া উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হওয়া যাবে না। অথচ ইংরেজী ও আইন বিভাগে তিনটি ১ম বিভাগ ছাড়াই শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়। কোন ছাত্র কোথাও তৃতীয় শ্রেণী পেলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারবে না। অথচ জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বিভাগ ছাত্র ভর্তি করেও এশিয়া মহাদেশে ৫০টি উচ্চ র‍্যাংকিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে। বাংলাদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে মেইন ক্যাম্পাস করতে আইনগতভাবে ৫ একর বা ১৫ বিঘা জমির প্রয়োজন হয়। বাস্তবতার তাগিদে এই নীতি স্মরণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব চত্বর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৫ ভাগ অর্ধ সচ্ছল ও মেধাবী ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়াতে হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গড়পড়তা শতকরা ২৫ ভাগ বা তদূর্ধ্ব রেভিন্যুই ব্যয় করে অর্ধ সচ্ছল ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেয়। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় শতকরা ১০০ ভাগ ছাত্রকে নামমাত্র বেতনে পড়ায়। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্র যদি সচ্ছল পরিবার থেকে আসে তাহলে সবাইকে নামমাত্র পড়ানোর অর্থ হলো মানব সম্পদের অসম বন্টন যা সামাজিক উন্নয়নে বড় অন্তরায়। সামগ্রিকভাবে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১ লাখ বিএড ডিগ্রীধারী শিক্ষক এবং ১ লাখ বিপিএড ডিগ্রীধারী শিক্ষকের প্রয়োজন। বিএড ও বিপিএড ডিগ্রীধারীদের এতো চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এখন আর কোন বিএড বা বিপিএড শিক্ষার্থী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ নিবন্ধন পরীক্ষার প্রতিবন্ধকতা এবং একটি সরকারী প্রজ্ঞাপন যেখানে বলা হয়েছে, সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ছাড়া এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা অন্য কোথাও ট্রেনিং নিতে পারবে না। বেশী বেশী রীতি-নীতির উদাহরণ হিসেবে আরও উল্লেখ্য, অসুস্থ রোগীর উচ্চমানের চিকিৎসাতে দেশের বাইরে যেতে হলে জরুরী প্রয়োজনে আনুষ্ঠানিকতার তোয়াক্কা না করে নীতি বহির্ভূতভাবে অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে নিতে হয়। আবার বিদেশ ভ্রমণে পাসপোর্টে ৫০০ ডলার এনডোর্সমেন্টের বিধানটি অতি অল্প, বাস্তবতা বহির্ভূত।

উপসংহারে বলা যায়, বাস্তবতা বহির্ভূত হওয়ায় বা বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি না থাকায় অনেক রীতি-নীতি দুর্নীতিতে পর্যবসিত হয়। মানবিক স্বার্থে এবং মানুষের বৃহৎ কল্যাণে আইন এবং আইনসংশ্লিষ্ট বিধি বিধান ও রীতি-নীতি [illegible] হতে হবে। মনে রাখতে হবে, মানুষের জন্য আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়। মানুষের জন্য সরকার ও সরকারী আমলাশ্রেণী, সরকার ও সরকারী আমলাশ্রেণীর জন্য মানুষ নয়। মানুষের বৃহৎ স্বার্থে এবং মানবিক কারণে আইন ও রীতিনীতি হবে স্বল্প, সংক্ষিপ্ত, বাস্তবমুখী, বোধগম্য এবং মানব জাতির সুবিধার্থেই তা প্রয়োগযোগ্য।